অবিলম্বে প্রকাশের জন্য

বাংলাদেশ : র‍্যাবের হত্যাকা- থামানোর ব্যাপারে সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ

সরকারের উচিত র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে ভেঙে দেওয়া অথবা তার আমূল সংস্কার করা

(ঢাকা, ১০ মে ২০১১) - হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আজ একটি নতুন প্রতিবেদনে বলেছে যে, বাংলাদেশ সরকার র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন ও অন্যান্য নিপীড়নমূলক ঘটনাগুলো সমাপ্তি ঘটানো এবং এর জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের দায়বদ্ধ করার জন্যে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

"'ক্রসফায়ার' : বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন দ্বারা নিরন্ত্বর মানবাধিকার লঙ্ঘন" নামক ৫৩ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে রাজধানী ঢাকায় এবং তার আশেপাশের এলাকায় বর্তমান আওয়ামী লীগ-নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে র‍্যাবের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সরকার ৬ জানুয়ারি ২০০৯ এ কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে প্রায় ২০০ জন মানুষ র‍্যাবের অভিযানে মারা গেছেন। বিরোধীদলে থাকার সময়ে আওয়ামী লীগ বিচারবহির্ভূত হত্যাকে বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তারা কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে সরকারি কর্মকর্তারা অস্বীকার করেছেন যে র‍্যাব নিপীড়ন চালিয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর পক্ষে যুক্তিও দিয়েছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া ডায়রেক্টর ব্র্যাড অ্যাডামস বলেছেন, "দই বছর ক্ষমতায় থাকার পরে সরকার র‍্যাবের হত্যামূলক আচরণগুলো বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিল।" "একটা খুনী বাহিনী বাংলাদেশের রাস্ত্মায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সরকার তাদের থামাতে কোনও চেষ্টা করছে বলে মনে হয় না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।"

এই প্রতিবেদনটি "বিচারক, জুরি ও হত্যাকারী : বাংলাদেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যা" নামক ২০০৬ এ প্রকাশিত হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রতিবেদনের ওপর আরও বিবরণ দিয়েছে। ভিকটিম, সাক্ষী, মানবাধিকার সংরক্ষাক, সাংবাদিক, আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তা, উকিল ও বিচারকদের সঙ্গে ৮০টির বেশি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

যদিও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- বন্ধ করা এবং অপরাধীদের সাজা দেওয়ার ব্যাপারে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু 'ক্রসফায়ারের' ঘটনায় হত্যা বা অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্যে আজ পর্যন্ত্ব কোনও র‍্যাব কর্মকর্তা বা সদস্যকে সাজা দেওয়া হয়নি। এই বাহিনীর অধিকাংশ হত্যার সপক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্যে সর্বাঙ্গীণভাবে 'ক্রসফায়ার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে যে, সরকারের উচিত পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে র‍্যাবের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গুরুন্নতর পদক্ষেপ নেওয়া ও সংস্কার সাধন করা অথবা একে ভেঙে দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মত দাতাদেশগুলোর উচিত উলেস্ন্যখযোগ্য উন্নতিসাধন না করা পর্যন্ত্ব অবিলম্বে সকল সাহার্য-সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নেওয়া।

সশস্ত্রবাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী), পুলিশ ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি যৌথবাহিনী হিসেবে ২০০৪ সালে র‍্যাব গঠিত হয়েছিল। এর সদস্যদেরকে তাদের নিজ নিজ সংস্থা থেকে নিয়োজিত করা হয় এবং তারা এই বাহিনীতে সেবা দেওয়ার পরে সেখানেই ফিরে যান। র‍্যাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে এবং কমপক্ষে পুলিশের একজন উপ-মহাপরিদর্শক অথবা সমতুল্য সেনাবাহিনীর পদমর্যাদার ব্যক্তি এর নেতৃত্ব দেন। এই বাহিনীকে বিশেষ সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তারা নিশ্চিতভাবেই সন্দিগ্ধ অপরাধীদের পাশাপাশি জঙ্গি ইসলামী বা বামপন্থী দলগুলোর অভিযুক্ত সদস্যদের টার্গেট বানিয়েছে।

প্রায়শই গৎবাঁধা সংবাদমাধ্যমের বিবৃতিতে এই বাহিনী দাবি করে যে, অপরাধীরা বা তাদের সহযোগীরা র‍্যাবের ওপর গুলি চালানোর পরে 'ক্রসফায়ারের' ঘটনায় ঐ ব্যক্তিরা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও বাংলাদেশী মানবাধিকার সংঠনগুলোর তদন্তে পাওয়া গেছে যে, র‍্যাবের হেফাজতে থাকাকালীন অনেক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত ব্যক্তিদের শরীরে প্রায়শই এমন অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়, যা তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল বলে ইঙ্গিত করে। র‍্যাবের হেফাজতে বন্দি থাকার পর বেঁচে যাওয়া অনেক মানুষ অভিযোগ করেছেন যে, সেখানে তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছিল।

একটি সাম্প্রতিক ঘটনায় গত ৩ মার্চ ২০১১ রাসেল আহমেদ ভুট্টো ঢাকায় তার এক বন্ধুর দোকান চালানোর সময়ে সাদাপাশাকধারী র‍্যার সদস্যরা তাকে তুলে নিয়ে যায়। ভূট্টোর ভগ্নিপতি গোলাম মুস্তাফা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছিলেন যে, সেনাবাহিনীতে কর্মরত তাদের একজন আত্মীয় র‍্যাব সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছিলেন যে, ভূট্টোকে 'ক্রসফায়ার' এর ঘটনায় হত্যা করা হবে না। গোলাম মুস্তাফা বলেন, ১০ মার্চ র‍্যাবের একটি গাড়িতে করে ভুট্টোকে তার বাসস্থানের এলাকায় নিয়ে আসা হয় এবং গুলি করে মারা হয়। 'ক্রসফায়ারের' ঘটনায় একজন অভিযুক্ত অপরাধীর মৃতদেহ দেখানোর জন্যে র‍্যাবে সাংবাদিকদের ডেকে পাঠিয়েছিল।

গোলাম মুস্তাফা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন, "ওরা ভূট্টোকে নিয়ে এসে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে।"

আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকার সময়ে তাদের সদস্যরা র‍্যাবের শিকার হয়েছিলেন এবং দলের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তারা রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হত্যাকা- অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এই বাহিনী প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে দায়মুক্তি পেয়ে এসেছে, সেটা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনেও বজায় রয়েছে।

তাদের পূর্বসূরী বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনির মত একইভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধিরা র‍্যাব এবং অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা কোনও ধরনের অন্যায় সংঘটিত হবার কথা অস্বীকার করেন। এর স্থানে তারা এই কল্পকাহিনী আঁকড়ে থাকেন যে কর্তৃপক্ষ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানোয় ঐ সকল ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন।

উদাহরণ হিসাবে ২০০৯ এর মার্চ মাসে আইনমন্ত্রী র‍্যারিস্টার শফিক আহমেদ হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছিলেন যে, আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা অতীতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোর বিষয়ে সরকারের তদন্ত করানোর কোনও অভিপ্রায় নেই, যদিও অন্যায়কারী ব্যক্তিরা এখনও র‍্যাবের পদে বহাল আছেন এবং তারা সম্ভবত তাদের বেআইনী পদ্ধতি চালিয়ে যাবেন। আইনমন্ত্রী বলেন, যদিও তিনি 'ক্রসফায়ারের' মাধ্যমে হত্যাকা-গুলো সমর্থন দেননি, তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে র‍্যাব শুধুমাত্র 'অপরাধীদের' হত্যা করেছিল। ২০১০ এর মে মাসে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অনেক প্রতিবেদন সত্ত্বেও মন্ত্রী বলেছিলেন যে, "দেশে এখন আর কোনও ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটছে না।"

ক্রমবর্ধমান বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের অভিযোগের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ২০১১ এর জানুয়ারি মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেছিলেন, "অনেকেই এ ব্যাপারে কথা বলছেন এবং ভবিষ্যতেও বলবেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি বলছি যে, আইনপ্রয়োগকারীদের কর্তব্য হলো অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা।" নিরন্তর বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের বিষয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অভিযোগগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "অপরাধীরা যখন র‍্যাবের ওপর গুলি চালায় তখন আইনপ্রয়োগকারীরা কী করবেন - নিজেদের বাঁচাবেন নাকি মারা যাবেন?"

নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান বলেছেন যে, ক্রসফায়ারের ঘটনায় হত্যাগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় এবং এই ধরনের হত্যাগুলো চাঁদাবাজি ও অন্যান্য অপরাধগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে যে, হতাশাজনকভাবে সরকার এই মন্তব্যগুলো কোনটিকেই অস্বীকার করেনি। আওয়ামী লীগ কর্মকর্তারা নিরন্তর যুক্তি দিয়েছেন যে, তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের সমূলে উপড়ে ফেলার প্রয়োজন নেই কারণ তারা ব্যাটালিয়নের উপরে কার্যকরী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারেন, তবে দুই বছরের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার পরেও সরকারের এই দাবি প্রমাণিত হয়নি।

র‍্যাব সম্প্রতি মানুষকে বলপূর্বক অন্তর্ধ্যান বা গুম করে দেওয়ার কাজ শুরূ করেছে যা একটি উদ্বেগজনক বিষয়। বাংলাদেশী মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে যে, তারা মানুষকে হত্যা করার পর এই মৃত্যুগুলোর পিছনে তাদের কোনও ভূমিকার কথা অস্বীকার করে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনে করে সুদূরপ্রসারী মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ৭০০ এর বেশি মৃত্যুর সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে র‍্যাবের মানবাধিকারের রেকর্ডের উলেস্নখযোগ্য উন্নতি না ঘটলে এবং লঙ্ঘনকারীদের বিচার করা না হলে, বাংলাদেশী সরকারের উচিত এই বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া। সরকারের উচিত র‍্যাবের পরিবর্তে পুলিশের অভ্যন্তরে একটি নতুন বাহিনী গঠন করা অথবা একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যা গুরূতর ও সঙ্গঠিত অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরূদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ে মানবাধিকারকে তার কেন্দ্রস্থলে স্থান দেবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনে করে র‍্যাব বা নবগঠিত কোনও বাহিনীরই সশস্ত্রবাহিনী থেকে সদস্য নেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের কর্মসংস্কৃতি পুলিশ বাহিনীর থেকে আলাদা।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াকে এই বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে যেন বাংলাদেশী সরকার তার প্রতিশ্রুতিগুলোকে পালন করেন এবং র‍্যাবের হেফাজতে বন্দি থাকার সময়ে নির্যাতন ও মৃত্যুর বিষয়ে অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত নিশ্চিত করেন।

ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, "অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিকল্পিত একটি বিশেষ আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর পরিবর্তে র‍্যাব একটি প্রাণঘাতী আইনলঙ্ঘনকারী বাহিনী হয়ে উঠেছে। "এখন এটা জিজ্ঞাসা করা ন্যায্য হবে যে সরকারের এই প্রাণঘাতী বাহিনীর মোকাবিলা করার কোন অভিপ্রায় আছে কিনা।"

প্রতিবেদন থেকে নির্বাচিত বিবৃতি

"আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমার ছেলেকে খুন করার জন্য তারা কত টাকা পেয়েছিল। আমি ওদের বলেছিলাম যে ওরা আমাকেও ক্রসফায়ারের ঘটনায় মেরে ফেলতে পারে। তখন একজন র‍্যাব অফিসার আমার গলা চেপে ধরে বলেছিলেন, 'এখান থেকে চলে যা, কুত্তা। তুই মুখ বন্ধ না করলে এখানকার লোকেরা তোকেও খুন করবে।' আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি সেখানে কী করছিলেন এবং আমাকে নিরাপত্তা দেওয়া তার কাজ কিনা। এরপর তিনি শান্ত হন এবং আমাকে চলে যেতে বলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমি মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে প্যাপ্পুর মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারি।"

- ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে র‍্যাবের হাতে খুন হওয়া আজাদ হুসেন পাপ্পুর মা

"প্রচারমাধ্যমগুলো ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত ছিল, র‍্যাব বারবার বলতে থাকে যে একটি বিশেষ অভিযানে ভুট্টোকে ধরা হয়েছিল। আমি তাদের ওপর চিৎকার করতে শুরু করি, আমি বলতে থাকি ভুট্টো কিছু খারাপ কাজ করে থাকতে পারে কিন্তু আইনের শাসন কোথায় আছে, র‍্যাব কোন সাহসে ভুট্টোকে হত্যা করল। র‍্যাব কর্মকর্তারা শুধু আমার দিকে কড়া নজরে তাকিয়েছিলেন কিন্তু কিছু বলেননি, যা আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিল। কিছু মানুষ আমাকে সমর্থন করলেও একজন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এসে এই বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন, যাই হোক না কেন, ভুট্টো একজন অপরাধী ছিল।... এরপর র‍্যাব ময়নাতদন্তের জন্যে মৃতদেহটি নিয়ে যায়। আমি যখন মৃতদেহ নিতে যাই তখন দেখি যে, তার কানের ভেতরে একটিমাত্র গুলি ছিল। পুলিশ আমাকে একটি সাদা কাগজে সই করতে বাধ্য করে। আমি এটা করতে চাই নি কিন্তু আমি সেই সময়ে তাদের কথা মেনে নিয়েছিলাম।"

- গোলাম মুস্তাফা তার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের হত্যার দৃশ্যের বিবরণ দিয়েছেন

"আমার চোখ ও হাত দুটি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল। সাদাপোশাক পরিহিত চারজন লোক আখের ডা-া দিয়ে আমার পায়ে মারছিল, আর র‍্যাবের পোশাক পরা একজন লোক চেয়ারে বসে সেটা দেখছিল। আমার পাগুলো বালিশের মত ফুলে গিয়েছিল।"

- বেবি আখতার র‍্যাবের নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন